দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ NOV. 29 2002
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

১৮৭ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেয়ার সুপারিশ সত্ত্বেও অনুমোদন পেয়েছে মাত্র ৫৬টি

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

সরকার কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়ার কথা মুখে বললেও বাস্তবে শিক্ষা সঙ্কোচন নীতিই গ্রহণ করেছে। এ ধরনের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করে তাদের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য দরখাস্ত আহ্বান করার পর বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকল শর্ত পূরণ করেও স্বীকৃতি পাচ্ছে না। ফলে অনেক বেসরকারী শিক্ষা উদ্যোক্তার বিপুল পরিমাণ টাকা পানিতে পড়ার উপক্রম হয়েছে, আর কর্মসংস্থানের আশায় যারা জমি বিক্রি করে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সহায়তা করেছে তারা নতুন করে বিপদগ্রস্ত হয়েছে।

দেশের একমাত্র 'কারিগরি শিক্ষা বোর্ড' ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রী ভর্তি এবং কারিগরি স্কুল/ কলেজের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য আগ্রহীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করেছিল গত বছরের নবেম্বর মাস থেকে। যারা এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল তাদের আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ করতে বলা হয়েছিল। একই ধরনের অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দূরত্ব, নিজস্ব জমি, ভবন, তহবিল, আসবাবপত্র, লাইব্রেরী, কম্পিউটার, টাইপ রাইটার ইত্যাদি শর্ত পূরণ করা হয়েছে কি-না তা দেখার জন্য বোর্ডের পক্ষ থেকে টিম গঠন করা হয় এবং তারা সরেজমিন পরিদর্শন শেষে যে রিপোর্ট দেয় তার ভিত্তিতে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বীকৃতি দেয়ার সুপারিশ করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়।

জানা গেছে, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ১৮৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য সুপারিশ করেছিল, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ৫৬টিকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

সরকার বাস্তবে শিক্ষা সঙ্কোচন নীতিই গ্রহণ করেছে

সূত্র জানায়, শিক্ষা সচিবের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রণালয়ের এক সভায় এক্ষেত্রে নতুন নিয়ম প্রবর্তন করার কারণে বোর্ডের সুপারিশ সত্ত্বেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানকে বাদ দেয়া হয়েছে। নতুন নিয়মটি হলো, যেসব জেলা/উপজেলায় একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতোপূর্বে কারিগরি শাখা চালু করা হয়েছে সেখানে নতুন প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমোদন দেয়া হবে না। ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তারা বলছে, আগে প্রবর্তিত নীতিমালা অনুযায়ী সকল শর্ত পূরণ করে তারা যখন স্বীকৃতির জন্য অপেক্ষা করছে তখন নতুন নিয়ম বা শর্ত আরোপ করা অবৈধ। আর এ নিয়ম প্রয়োগ করতে হলে পরের বছর থেকে হতে পারে, তার আগে নয়। তারা আরও বলে, ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠা করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য তাদের ১৫ লাখেরও বেশি টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। ওই শর্তের কথা আগে বলা হলে তারা তা করত না। জানা গেছে, এ ধরনের উদ্যোক্তাদের অনেকেই এখন মন্ত্রী, এমপিদের কাছে ছোটাছুটি করছে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য। এদিকে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সময় দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে। এক ভুক্তভোগী ক্ষোভ প্রকাশ করে জনকণ্ঠকে বলেন, ৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে দু'জন পাস করেছে এমন রেকর্ড নিয়েও বহু স্কুল-মাদ্রাসা চলছে। মন্ত্রণালয় তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে যারা সকল শর্ত পূরণ করে কারিগরি শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে এসেছে তাদের হয়রানি করছে। নতুন শর্তের ব্যাপারে তিনি বলেন, এ ধরনের শর্তারোপ করার ক্ষমতা সরকারের অবশ্যই আছে, তবে তা পরবর্তী বছর থেকে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। ইতোমধ্যে আগের দেয়া শর্ত পূরণ করে যারা স্বীকৃতির অপেক্ষায় আছে তাদের ক্ষেত্রে নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।